হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"আমাদের সব ধরনের বিশেষজ্ঞ দরকার। আপনি যদি আফ্রিকা যান, তাহলে আমাদের সেখানে জেনারেল সার্জন দরকার। যদি আমরা আপনাকে পাকিস্তানে পাঠাই, রাবওয়াহ্‌তে, তাহলে আমাদের কার্ডিওলজিস্ট- ইন্টারভেনশনিস্ট অথবা সাধারণ কার্ডিওলজিস্ট প্রয়োজন। অতএব, প্রত্যেক ওয়াক্‌ফে নও, যিনি একজন ডাক্তার হতে যাচ্ছেন, যখন তিনি তার ডিগ্রি সম্পন্ন করবেন, তখন তার উচিত কোন ধরনের স্পেশালাইজেশনে যাবেন, সে সম্পর্কে [আমাকে] লিখা এবং দিক-নির্দেশনা চাওয়া। এর কোনো সাধারণ নীতিমালা নেই। আমরা এটা বলতে পারি না যে, 'সকল ওয়াক্‌ফে নও-এরই এই ক্ষেত্রে বা ঐ ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত'। এটি চাহিদা এবং সেই ছাত্রের আগ্রহের ওপর নির্ভর করে। আমি সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে দিক-নির্দেশনা দিই।"**

একজন ছাত্র জিজ্ঞাসা করেন যে, অধ্যয়নরত অবস্থায় যারা একইসাথে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছেন, তাদের কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত?

এর উত্তরে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন এটা তাদের দেখা উচিত যে, পড়াশোনার পাশাপাশি তারা তাদের জামা'তী দায়িত্বের প্রতি সুবিচার করতে পারছেন কিনা। যদি তা না পারেন, তবে তাদের উচিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট উল্লেখ করা যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, বিশেষ করে পরীক্ষার সময়ে, তাদের পক্ষে পুরো সেবা প্রদান করা সম্ভব নয়। এ রকম সময়গুলোতে আপনার পড়াশোনার উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। যা-ই হোক, পড়াশোনার জন্য ব্যয় করা সময় ছাড়াও, সপ্তাহান্তে এবং অন্যান্য অবসর সময়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবার জন্য সময় ব্যয় করুন। বৃথা কাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"**

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

**"আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতি দায়িত্ব পালনের অজুহাতে আপনার পড়াশোনাকে বিনষ্ট করবেন না। এমনটি হওয়া উচিত নয়। প্রথমে আপনার পড়াশোনাকে অগ্রাধিকার দিন এবং তারপর অতিরিক্ত সময়কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেবার কাজে ব্যবহার করুন। যখন আপনার পড়াশোনা সম্পন্ন হবে, তখন আপনার এটি লিখিতভাবে জানানো উচিত যে, আপনি জীবন উৎসর্গকরণের অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করতে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য পুরোপুরি সময় প্রদানের জন্য প্রস্তুত। অতঃপর, কোনো প্রকার লোভ-লালসা ছাড়াই, আপনার জীবন উৎসর্গের উদ্দেশ্য পূরণ করে তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করুন।"**

হুযূর আকদাসকে এ ছাড়াও কোভিড-১৯ এর জটিল পরিস্থিতিতে যখন কিনা জীবিকার সুযোগ সীমিত, এ সময় যারা কাজ খুঁজছেন তাদের কী ধরনের দোয়া বা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া (কার্যপ্রণালী) অবলম্বন করা উচিত, তা জিজ্ঞাসা করা হয়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

**"দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় কর এবং সিজদায় দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন। এ ছাড়া আর কোনো দোয়া নেই। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দোয়া। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন নি যে, যদি তোমরা একটি নির্দিষ্ট নামায আদায় করো, তবে তিনি তা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। বরং, তিনি বলেছেন যে, তোমরা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করো আর নামাযে দোয়া করো এবং তিনি তোমাদের দোয়াসমূহ কবুল করবেন।"**

একজন ওয়াক্‌ফে নও সদস্য জিজ্ঞাসা করেন যে, ওয়াক্‌ফে নও সদস্যরা কোন ধরনের কুরবানী করতে পারে, যা আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে?